ধর্ষক, পুরুষ, মানুষ

উম্মে রায়হানা

সম্প্রতি ভারতে অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের বিষয়ে প্রচলিত আইন বদলে নতুন আইন জারি করা হয়েছে। 'গুরুতর অপরাধে'র ক্ষেত্রে অপরাধীর বয়স ১৬ বছরের ওপর হলেই আইনের চোখে তাকে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে হত্যা ও ধর্ষণকে 'গুরুতর অপরাধ' হিসেবে ধরা হচ্ছে।

আইনের এই বদলে শিশু অধিকার খর্ব হয় কি না তা নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে সমালোচনা। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা আইনের এই বদলের প্রতিবাদ জানিয়েছে। দেড়শ কোটি মানুষের দেশ ভারতের আইনের রদবদল স্বাভাবিকভাবেই পুরো বিশ্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

আইনের বদলের ক্ষেত্রে 'গুরুতর অপরাধে'র এই ধারণাটি সম্ভবত আসত না, যদি না ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের রাজধানী দিল্লিতে একটি পৈশাচিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটত। এই ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে যদি পুরো দেশ ক্ষোভে ফেটে না পড়ত, তাহলেও হয়ত আইন বদলানোর প্রয়োজন পড়ত না। ঘটনার তিন বছর পর ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্রচলিত আইন বদলের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ওই আন্দোলনের।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আইন বদলের নজির নতুন নয়। বিশ্বের সব দেশেই এরকমভাবে আইনের বদল ঘটে, প্রণীত ও প্রচলিত হয় নতুন আইন। এ প্রসঙ্গে ভারতেরই আরেকটি ধর্ষণের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ভারতের মুম্বাইয়ে ১৯৭৩ সালে অরুণা নামের এক নার্স হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন। গলায় কুকুরের শিকল বেঁধে অমানুষিক নির্যাতন করা হয় অরুণাকে। সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কোমায় চলে যান তিনি। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা কিছুতেই তাঁকে মরতে দিতে রাজি ছিলেন না। পরম মমতায় তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু অরুণা কোনোদিনই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন নি। হাসপাতালের বিছানাতেই তারুণ্য আর যৌবন চলে যায় তাঁর, বার্ধক্যে উপনীত হয়ে ৪২ বছর পর ২০১৫ সালের ১৯ মে ওই বিছানাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অথচ এই ক্ষেত্রেও অপরাধীর বড়ো ধরনের কোনো সাজা হয় নি। কেননা অরুণাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল পায়ুপথে। সে সময় ভারতে ধর্ষণের প্রমাণ হিসেবে ধর্ষিত নারীর যোনিতে টু ফিঙ্গার টেস্ট প্রচলিত ছিল। পায়ুপথের ধর্ষণকে আইনের চোখে ধর্ষণ হিসেবে প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে একজন

মানুষের জীবন পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েও মাত্র কয়েক বছর কারাভোগ করেই পার পেয়ে যায় ওই অপরাধী। পরবর্তী সময়ে ওই আইনের পরিবর্তন হয়।

এবারে আইন না বদলালে পার পেয়ে যেত অপ্রাপ্তবয়স্ক ওই অপরাধীও, যে কি না অংশ নিয়েছিল বীভৎস এক অপরাধে। আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিলে সে ধর্ষণ করেছিল একটি মেয়েকে। অমানুষিক অত্যাচার করেছিল নিরপরাধ মেয়েটিকে। লোহার শিক ঢুকিয়ে মেয়েটির যোনিপথ দিয়ে বের করে এনেছিল তাঁর অন্ত্র।

অথচ এরপরও বেঁচে ছিল মেয়েটি। এমনই ছিল তাঁর জীবনীশক্তি। এমনই ছিল তাঁর সহ্যক্ষমতা। এমনই ছিল তাঁর মনের জোর। এমনই ছিল তাঁর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। সে কারণেই প্রতিবাদ আর বিক্ষোভ সমাবেশে ভারতের নারীরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'নির্ভয়া'। আইনি বিধিনিষেধ থাকায় গণমাধ্যমও প্রকাশ করে নি তাঁর আসল নাম। তিন বছর পর, মামলার রায় ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ধর্ষক বিতর্কে প্রতিবাদ জানানোর সময় নির্ভয়ার মা-বাবা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন তাঁদের কন্যার সত্যিকার নাম, জ্যোতি সিং।

জ্যোতি সিংয়ের ধর্ষণের ঘটনায় যে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে, তা নিয়ে ইজরায়েলি চলচ্চিত্রকার লেসলি উডউইন নির্মাণ করেন প্রামাণ্যচিত্র "ইন্ডিয়া'জ ডটার"। দুঃখজনক হলেও সত্য, চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করা হয় ভারতে। এমনকি, ইউটিউব থেকেও সরিয়ে নেওয়া হয় প্রামাণ্যচিত্রটি।

এই প্রামাণ্যচিত্রটি নিয়েও ভারতে কম আলোড়ন হয় নি। ইজরায়েলি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নির্মাতা উডউইনকে পশ্চিমা আধিপত্যের প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এমনকি 'ডটার' শব্দটিকে পুরুষতান্ত্রিক বিবেচনা করে নির্মাতার সমালোচনা করেছিলেন ভারতের নারীবাদীরাও।

আধিপত্য বা পুরুষতান্ত্রিকতার দোহাই দেওয়া হলেও ভারতের মানুষের শ্লাঘায় ঘা লাগার কারণ ছিল অন্য। ধর্ষকদের পক্ষের আইনজীবীদের নারী সম্পর্কে ধারণা ও মূল্যায়ন ভারতের শিক্ষিত সমাজের মুখোশ খুলে দেয়। তাদের বক্তব্যে বের হয়ে আসে এমন সব তথ্য, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাস্তবে ধর্ষণ করুক আর না করুক, মগজে ও মননে তারা সকলেই সমানভাবে ধর্ষক। তাদের কথায় এ-ও বোঝা যায়, ধর্ষণ কেবল অশিক্ষিত, মূর্খ, গ্রাম থেকে আসা, খেটে খাওয়া লোকেদের বিষয় নয়। বরং, শিক্ষিত ও সুশীলরাও ধর্ষক। এমনকি রাজনীতিবিদ ও আইন প্রণেতারাও ধর্ষকের ভূমিকায় এতটুকু পিছিয়ে নেই।

প্রামাণ্যচিত্রটি নিষিদ্ধ করার বিষয়টি অন্য অনেকের মতোই অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হয়েছে আমার কাছেও। যেখানে ইন্টারনেটে যৌনতার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা ও ধর্ষণের মতো ঘটনার ভিডিও খুব সহজে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে সৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি ছবি নিষিদ্ধ করার কী মানে থাকতে পারে!

সরিয়ে নেওয়ার আগেই আমি ইউটিউব থেকে প্রামাণ্যচিত্রটি দেখে ফেলেছিলাম। এটি দেখে অসম্ভব এক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয় আমাকে। কেননা, ধর্ষণের ঘটনা নিতান্ত প্রাত্যহিক হয়ে উঠলেও সত্যিকারের কোনো ধর্ষককে দেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। যদিও কম্পিউটারের পর্দায় দেখা, তবু মুকেশ সিং নামের ছেলেটিকে দেখে বাস্তবিকই শিউরে উঠেছিলাম আমি; যে কিনা নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়ে গিয়েও নিজের অপরাধ বুঝতে পারছিল না, বরং নির্বিকারভাবে মেয়েটিকেই দোষারোপ করে যাচ্ছিল তার পরিণতির জন্য।

মুকেশকে দেখে একজন নারী হিসেবে ধর্ষণের ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম এমন নয়। বরং উলটোটাই। আমার মন ছেয়ে গিয়েছিল অভূতপূর্ব এক করুণায়। মনে হয়েছিল, এই ছেলেটিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কী লাভ! মৃত্যুদণ্ড পেয়েও যে নিজের অপরাধ বুঝতে পারে না, যে নিতান্ত নিরীহের মতো তার হাতে একজন মানুষের অস্ত্র বের হয়ে আসার গল্প বলতে পারে, তাকে মেরে ফেললেই কী হবে!

আমার মনে হয়েছিল, ওরা তো পিশাচ নয়। ওরা তো অতিমানবীয় কোনো জীব নয়। বরং ওরাও মানুষই। ওরা এমন মানুষ যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব তৈরি হয় নি, হতে পারে নি। মানুষের মানবিক গুণাবলি ধারণ করার ক্ষমতা ওদের নেই। ওদের মনে নারীর জন্য ন্যূনতম সম্মানবোধ নেই, সহানুভূতি নেই। এমনকি নারীর জীবনকে কুকুর-বেড়ালের মতো নগণ্য মনে করতেও এতটুকু দ্বিধা নেই ওদের, যে কারণে একজন নারীকে অবলীলায় ক্ষতবিক্ষত করে ছুড়ে ফেলতে পারে রাস্তায়।

এই করুণার ভার মাথায় নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমি। কিছুতেই মুকেশ, পবন, অক্ষয়দের চেহারাগুলো ভুলতে পারছিলাম না। ওদের মনেপ্রাণে ঘৃণাও করতে পারছিলাম না। আবার ওদের মতন ধর্ষকের জন্য মনের ভেতর থেকে ঘৃণার বদলে করুণা উঠে আসায় ভীষণ অত্যাচারিতও বোধ করছিলাম।

তার বেশ কিছুদিন পর ছবিটির পরিচালক লেসলি উডউইনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আমার মনের ভার কিছুটা হলেও লাঘব হয়ে যায়। গত বছর (২০১৫) নভেম্বরে ঢাকা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালে অতিথি হয়ে আসেন লেসলি উডউইন। সে সময় তাঁর সেশনে যোগ দেওয়া ছাড়াও সামান্য সময়ের জন্য আলাপ করার সুযোগ পেয়ে যাই। প্রথম সুযোগেই আমি লেসলি উডউইনের কাছে জানতে চাই, তিনি ধর্ষকদের ক্যামেরার সামনে কথা বলার সুযোগ দিয়ে তাদের প্রতি জনগণের/দর্শকের সহানুভূতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করেন কি না!

একটু বিরক্ত হয়েই লেসলি জবাব দেন, 'সহানুভূতি তৈরি হবে কেন? মানুষ তো বোকা নয়। যারা বারবার ধর্ষিত ও নিহত মেয়েটিকেই দোষারোপ করছে, তাদের জন্য কীসের সহানুভূতি!'

তখন আমি তাঁকে ছবিটি সম্পর্কে আমার নিজের অনুভূতির কথা জানাই। আমি বলি, মুকেশদের দেখে আমার মনে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত ওরাও তো মানুষ!

লেসলি যেন আমার মুখের কথাটা লুফে নেন। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, ওরা মানুষ, ওরা কেউ পিশাচ নয়, এই মনে হওয়াটাও কি জরুরি নয়?'

এরপর ডিসেম্বরে অপ্রাপ্তবয়স্ক ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে বিক্ষোভের ঝড় উঠলে Gulte.com-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রায় একই ধরনের কথা বলেন লেসলি। তিনি স্পষ্টভাবেই জানান, তিনি মনে করেন অপ্রাপ্তবয়স্ক ওই ছেলেটিকে সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধী হিসেবে সামনে আনার বিষয়টি পুরোপুরিই সাজানো ছিল। আইনজীবীরা অন্য সব অপরাধীদের শিখিয়ে পড়িয়ে আদালতে তুলেছিলেন। কেননা, তারা জানতেন প্রচলিত আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী কারো তিন বছরের বেশি কারাদণ্ড হওয়া সম্ভব নয়। তাই ওকে সামনে ঠেলে দিয়ে অন্যদের দোষ কম প্রমাণ করা গেলে তাদের সাজা কমিয়ে আনা সম্ভব বলে ভেবেছিলেন তারা।

ওই সাক্ষাৎকারে লেসলি উডউইন বলেছেন, I am very clear, having spent 31 hours with 7 convicted rapists, that none of these men are monsters– reassuring as that would have been to me.

তিনি আরও বলেন, To call them 'monsters' as the media has consistently done is to coin sensationalist headlines which sell newspapers and attract viewers, and furthermore to pedal the lie to society that 'we' are distanced from 'them'.

লেসলি উডউইনের এই বক্তব্য এত বিশদে বলার কারণ, ধর্ষক বিষয়ে আমার নিজের উপলব্ধিও প্রায় একই রকমের। 'শেষ পর্যন্ত ওরা মানুষ' এই সত্য মেনে নিয়েই ধর্ষককে ধর্ষক বলে চিহ্নিত করা প্রয়োজন বলে মনে করি আমি।

বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যম ও রোজকার আলাপ-আলোচনায়ও ধর্ষকদের নরপশু জাতীয় অভিধায় ভূষিত করা হয়। অনেকে এ-ও বলেন, এরা সব বিকারগ্রস্ত অর্থাৎ মানসিক রোগী। আমার মতে এ সমস্ত যুক্তি একভাবে ধর্ষকের পক্ষেই যায়।

আদালতের সামনে মানসিক রোগী বা পাগল হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে তো কারো কোনো সাজা হওয়াই সম্ভব নয়। এ ছাড়াও, পাগল বা মাথা খারাপ মানুষের প্রতি এমনিতেই এক ধরনের সহানুভূতি সকলের মনেই থাকে। ফলে ধর্ষককে রোগী বলা তাকে সমর্থন দেওয়ারই নামান্তর।

পশু বা পিশাচ হিসেবে চিহ্নিত করলেও যে ধর্ষণের মতো অপরাধের যৌক্তিকতা তৈরি হয় এমন নয়। পৃথিবীতে বেশির ভাগ ধর্ষণ ঘটে ঠান্ডা মাথায়, পরিকল্পনামাফিক। ধর্ষণের সঙ্গে যৌন আনন্দের যত না সম্পর্ক, তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পর্ক ক্ষমতার, ক্ষমতার চর্চার।

জ্যোতির ঘটনাটার কথাই ধরা যাক। ধর্ষকরা কেউই জ্যোতিকে আগে থেকে চিনত না। কোনো পূর্বশত্রুতা বা আক্রোশের প্রশ্নই ওঠে না। ধর্ষকরা প্রথমে জ্যোতির সঙ্গের পুরুষবন্ধুটিকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করে। অযাচিত এ সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদে বিরক্ত হয় বন্ধুটি। জ্যোতির নিষেধ সত্ত্বেও জড়িয়ে পড়ে বিবাদে।

এক্ষেত্রে ধর্ষকদের মূল আক্রোশ, আমার মনে হয়েছে, জ্যোতির প্রতি নয়, বরং ওর বন্ধুর প্রতিই। কেননা, ঐতিহাসিকভাবেই নারীকে মনে করা হয় পুরুষের সম্পত্তি। ব্যক্তি নারীর পরিচয় কখনোই মুখ্য হয় না। নারীকে যৌনবস্তুর চেয়ে বেশি কিছু ভাবা হয় না। মুকেশদের কাছেও জ্যোতির পরিচয় প্রধান হয়ে ওঠে নি। ওই বন্ধুটির রুক্ষ জবাবের যথোচিত শাস্তি দেওয়ার জন্যই তাকে মারধর করে ক্ষান্ত না হয়ে ধর্ষণ করা হয় জ্যোতিকে।

এই ধর্ষণের মধ্যে যৌন আনন্দ যে একেবারেই ছিল না এ কথা দাবি করা যায় না। ধর্ষকদের মধ্যে একজন ছিল বিবাহিত, সন্তানের পিতা। অন্য সকলেই অবিবাহিত। একজন এর আগে একবারমাত্র নারীসঙ্গ পেয়েছে, বাকিদের কৌমার্য অটুট ছিল।

একজন পুরুষের, একজন মানুষের জীবনে প্রথম যৌন মিলনের ঘটনা যদি শেষ হয় নারীর যোনিপথ দিয়ে অস্ত্র বের করে আনার মধ্যে দিয়ে, এর চেয়ে করুণ ঘটনা আর কী হতে পারে!

তাই একজন মানুষ পুরুষ হয়ে উঠতে উঠতে কখন ধর্ষক হয়ে ওঠে, কেনই-বা শিশ্নসমেত এইসব মানুষ পুরুষ হয়েই সুখী থাকে না, ধর্ষক হয়ে উঠতে চায় তা চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে মনে করতে পারি ভারতীয় রাজনীতিবিদদের ধর্ষণপ্রিয়তার কথা। তৃণমূল নেতা ও সাংসদ এবং কলকাতার বিখ্যাত অভিনেতা তাপস পাল দলের ছেলেদের দিয়ে বিরোধীদের ঘরে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করিয়ে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বন্ধুস্থানীয় নেতা যোগী আদিত্যনাথ হিন্দুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, মৃত মুসলিম নারীদের কবর থেকে তুলে এনে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করতে।

আমি মোটেই দাবি করছি না এই সমস্যা কেবল ভারতের। বরং এইরকম ধর্ষণপ্রিয় পুরুষ পুরো পৃথিবীতেই আছে। শত্রুপক্ষের নারীকে যৌন আক্রমণ করে জয় সুনিশ্চিত করার মধ্যে দিয়েই এগিয়েছে মানুষের বীরত্বের ইতিহাস।

বৈষম্যের এই সমাজে, অসমতার এই পৃথিবীতে ক্ষমতা চর্চার হাতিয়ার আর সর্বোত্তম কার্যকরী যুদ্ধাস্ত্র যখন ধর্ষণ, তখন ধর্ষক হয়ে ওঠা ছাড়া পুরুষদের কাছে বিকল্প কিছু আছে কি না সে বিষয়েও বিশদ চিন্তা-ভাবনা আবশ্যক।

উম্মে রায়হানা গণমাধ্যমকর্মী। ummerayhana@gmail.com

তথ্যসূত্র

1. http://www.gulte.com/news/45303/Leslee-Udwin-Responds-On-Worst-Monster-Juvenile#sthash.An5IVL09.FRQb6xb7.dpuf
2. http://abpananda.abplive.in/state/trinamul-mp-tapas-pal-gets-bail-from-in-controversial-rape-murder-threat-comment-case-128012
3. http://www.kractivist.org/yogi-adityanaths-men-telling-hindus-to-rape-dead-muslim-women-vaw-wtfnews